বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের

সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: *bangladeshjrc@gmail.com*; *info@jrc.gov.bd*

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি
১.	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান সাবেক বিচারক আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।	কমিশন প্রধান
২.	বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।	সদস্য
৩.	বিচারপতি মোঃ ফরিদ আহমদ শিবলী সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।	সদস্য
৪.	মোঃ মাসদার হোসেন সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং ***মাসদার হোসেন*** মামলার বাদী।	সদস্য
৫.	সৈয়দ আমিনুল ইসলাম সাবেক জেলা ও দায়রা জজ ও রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।	সদস্য
৬.	কাজী মাহফুজুল হক সুপণ সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৭.	তানিম হোসেইন শাওন এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।	সদস্য
৮.	আরমান হোসাইন শিক্ষার্থী আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য (শিক্ষার্থী প্রতিনিধি)

বিচার বিভাগের বহুমাত্রিক ও জটিল কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে কমিশন বিচার বিভাগ সংস্কারের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নির্ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ বলতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারিক কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠান এবং বিচার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, সংবিধানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত বিধান, সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, আর্থিক এবং ভৌত ও লজিস্টিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তদনুসারে কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সংস্কার প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও শৃঙ্খলা

১.১ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের প্রাধান্য এবং আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীনতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান প্রণয়ন।

১.২ যথাসম্ভব স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট "সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন" গঠনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন।

১.৩ প্রণীত আইনের অধীনে গঠিত কমিশন কর্তৃক উন্মুক্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই এবং সুপারিশ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগ।

১.৪ সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, সাবেক বিচারক এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ।

১.৫ রাষ্ট্রপতির নিকট হতে প্রাপ্ত অনুরোধ ছাড়াও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা কাউন্সিলকে প্রদান।

২. অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলি

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ বিধির অধীনে পে-কমিশন গঠন এবং বিচারকদের বেতন-ভাতাদি সংক্রান্তে নতুন সুপারিশ প্রণয়ন, বিচারকদের জন্য আচরণবিধি ও বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিচারকদের মর্যাদা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে পৃথক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরিসহ শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে নির্বাহি কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে এসবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সুপ্রীম কোর্টের অধীনে আনয়ন। সে উদ্দেশ্যে বিচার-কর্মবিভাগের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন। সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের আওতায় বিচার-কর্মবিভাগের বিচারক ও কর্মচারিদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. আদালতের বিকেন্দ্রিকরণ

৪.১. সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। তবে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) এমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যেন স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভাজিত (fragmented) না হয়, এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না হয়।

৪.২. উপজেলা সদরের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, জেলা-সদর থেকে দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিন্যাস এবং মামলার চাপ বিবেচনা দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সিনিয়র সহকারী জজ ও প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত স্থাপন।

৫. স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

৫.১ সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন এবং উক্ত সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব।

৫.২ অ্যাটর্নি সার্ভিসকে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি হিসাবে প্রতিষ্ঠা। সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়ন। পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা রাখা।

৫.৩. প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে: (ক) সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং (খ) সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস।

৫.৪ ক্রান্তিকালীন বিধান রাখা যেন প্রস্তাবিত রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেও অ্যাটর্নি সার্ভিস কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি বা নির্বাহি বিভাগ কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বোর্ড প্রতিষ্ঠা, যার সুপারিশের ভিত্তিতে ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৭. স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস

৭.১ সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন তদন্ত ইউনিটে নিয়োজিত জনবলের সমন্বয়ে একটি পৃথক তদন্ত সার্ভিস গঠন। সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত সার্ভিসকে কার্যকর করার জন্য যাবতীয় বিধান, যতদূর সম্ভব, মূল আইনেই অন্তর্ভুক্তকরণ। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনয়ন এবং ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ও ১৯৪৩ সালের পুলিশ প্রবিধানমালা সংস্কার।

৭.২ এই সার্ভিস হবে পুলিশ বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি, নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভুক্ত হবে। দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।

৭.৩ এই সার্ভিস গঠনের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। ক্রান্তিকালীন সময়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণকে প্রেষণে নিয়োগ ও আত্মীকরণ।

৭.৪ তদন্ত সার্ভিস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দ্বারা পরিচালিত হলেও এর কর্মকর্তারা যাতে রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার না হন, তার জন্য একটি উচ্চতর কমিশনের পূর্বানুমোদন ছাড়া তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।

৮. বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী

৮.১ প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের বিধানগুলো সংশোধন, যার মধ্যে রয়েছে: অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমিত করে নিয়োগ কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা), ৫৫(২) (প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা থেকে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের বিষয়কে পৃথক করা), ৯৪ (বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির মতকে প্রাধান্য দেয়া এবং আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন করা), ৯৫ (রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন, অর্থাৎ, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকবে না বা নির্বাহি বিভাগের কোনো প্রভাব থাকবে না।

৮.২ বিচারক হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতা পরিবর্তন, যথা: প্রার্থীকে কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর হতে হবে। বিচারকদের অবসরের বয়স বিদ্যমান ৬৭ বছরের পরিবর্তে ৭০ করা যা ভবিষ্যতে নিযুক্ত বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিদ্যমান ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে ১৫ বছরের পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা)। সংবিধানে নতুন বিধান ৯৫ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ কমিশন এর বিধান করা।

৮.৩ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ক অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধানাবলি সংশোধন।

৯. অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো

মামলা ও জনসংখ্যার আলোকে অধস্তন আদালতের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। একই ধরনের আদালতের জনবল কাঠামো এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জমাদির ধরনে অভিন্নতা আনয়ন এবং বিচারকদের পদ সৃজনে পদ্ধতিগত জটিলতা দূরীকরণ। পৃথক বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা। একই গ্রেডভুক্ত সহায়ক কর্মচারীদের জন্য একই ধরনের যোগ্যতার ভিত্তিতে একই পদ্ধতিতে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক নিয়োগ।

১০. বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা

১০.১ বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি কমিটি থাকবে এবং সেই কমিটিতে নির্বাহি বিভাগের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসাবে থাকবে। বরাদ্দকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করা এবং তা উপযোজন এবং পুনঃউপযোজনের পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদানসহ সুপ্রীম কোর্টের জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দকরণ। বিচার বিভাগের বাজেট বৃদ্ধি।

১০.২ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পারিতোষিক, বিশেষাধিকার ও অন্যান্য ভাতা নির্ধারণ, পরিবর্তন ও সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন।

১০.৩ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনকে স্থায়ীরূপ দান।

১১. বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১১.১ প্রথম পর্যায়ে বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন। ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়ন। দেওয়ানী আদালতে ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম শুরু করা। ই-ফাইলিং এর মামলাগুলোকে কোর্ট-ফি হ্রাস/ছাড় ও ফাস্ট ট্রাকের মাধ্যমে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ই-ফাইলিংকে উৎসাহিত করণ। সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করণ। শতভাগ মামলার তথ্য ই-কজলিস্ট মডিউলের মাধ্যমে প্রদর্শন। সাক্ষ্যগ্রহণ, আসামীর হাজিরাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন।

১১.২ দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আদালতের কার্যক্রমের ৫০% ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ।

১১.৩ তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়দ্বয়ে চালুকৃত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহকে এই পর্যায়ে সময়োপযোগীকরণ (Update), বর্ধিতকরণ (Enhancement) এবং শতভাগ কার্যকর করা।

১২. অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো

১২.১ ভবন নির্মিত হয়নি এমন ৩৭টি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ভবন নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্তে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ, এবং প্রকল্পের সুপারিশের ভিত্তিতে যেসব ক্ষেত্রে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা।

১২.২ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যে ২৩টি জেলায় এখনো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি সেগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ; যে ৫ জেলায় অদ্যাবধি জমি অধিগ্রহণ হয়নি সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু।

১২.৩ দেশের ২০টি জেলার আওতাধীন ৩৪টি উপজেলায় অবস্থিত ৫১ টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ। জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ৬৬টি এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ।

১২.৪ মহানগর দায়রা জজ এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের জন্য পৃথক আদালত ভবন স্থাপন। আদালতের নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ও জিআরও শাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ ও প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করা। বিচারকদের আবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স স্থাপন করা।

১২.৫ প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গণে সাক্ষীদের অপেক্ষার জায়গা নির্ধারণ এবং এজলাসে বসার ব্যবস্থা করা। আদালতের হাজতে (পুরুষ ও মহিলা) হাজতিদের বসার ব্যবস্থা করা। প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গনে নারী ও শিশুদের জন্য উপযোগী শৌচাগার ও অপেক্ষাগার স্থাপন করা। কোন এজলাসে আসামীদের জন্য এখনো লোহার খাঁচা থেকে থাকলে তা অপসারণ করা। বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে আদালত ভবনের নিচতলায় 'তথ্য ডেস্ক' স্থাপন করা।

১৩. আদালত ব্যবস্থাপনা

সুপ্রীম কোর্ট

১৩.১ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বিশেষত আপীল বিভাগে সকল সময় ন্যূনতম ৩টি বেঞ্চ পরিচালনা নিশ্চিত করা।

১৩.২ যৌক্তিক সময়ের মধ্যে মামলার নোটিশ জারি ও শুনানির জন্য প্রস্তুতকরণ নিশ্চিত করার জন্য ডাক বিভাগের সাথে যৌথ আয়োজনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ ফেরৎ আসা নিশ্চিত করা।

১৩.৩ অনলাইনে মেনশন–স্লিপ জমা নেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে এ কারণে আইনজীবীদের ও আদালতের সময় নষ্ট না হয় এবং আদালতের কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পায়। হাইকোর্ট বিভাগে মামলা নিবন্ধনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ।

১৩.৪ বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, যাতে করে বেঞ্চ পুনর্গঠনের আগে সংশ্লিষ্ট বিচারক বা বিচারকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবহিত করা যায়।

১৩.৫ আপীল বিভাগের চেম্বার আদালতের এখতিয়ারে পরিবর্তন আনা, যাতে সুনির্দিষ্ট ও অতি জরুরি বিষয় ছাড়া স্থগিতাদেশের আবেদন নিয়মিত বেঞ্চ থেকে নিষ্পত্তি হয়।

১৩.৬ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব পোর্টালের ব্যবহার সম্প্রসারণ করে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি আদেশ ও রায়ের ইলেকট্রনিক কপি অনলাইনে প্রাপ্তিযোগ্য করা।

১৩.৭ হাইকোর্টের মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

১৩.৮ আপীল বিভাগে আইনজীবী নিবন্ধনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা।

১৩.৯ প্রযোজ্য বিধিমালা, নির্দেশনা ইত্যাদি সমন্বয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল প্রকাশ।

অধস্তন আদালত

১৩.১০ প্রকাশ্য আদালতে রায় ও আদেশ ঘোষণা এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওয়েব সাইটে উক্ত রায় বা আদেশের কপি আপলোড করা।শতভাগ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য সুপ্রীম কোর্টের গাইডলাইন অনুসারে অনলাইনে গ্রহণ।

১৩.১১ সমন জারি কার্যকর করার জন্য পোস্টাল এ্যাক্ট এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন। দেশের প্রতিটি আদালতে প্রোগ্রামারসহ অন্যান্য আইটি স্পেশালিস্ট এর পদ সৃজন এবং উক্ত পদে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান।

১৩.১২ আদালতে Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি। আদালতের রেজিস্টারসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ।

১৩.১৩ সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিস এর প্রচলন।

১৪. বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব

বিচারকদের ছুটি, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, আদালতে প্রকাশ্যে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা না করা, আইনজীবীর মৃত্যুতে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিচারপ্রার্থীগণ যে হয়রানির শিকার হন, তার প্রতিকার বিধান।

১৫. বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ

১৫.১ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন সকল পর্যায়ের বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুর্নীতি বিরোধী সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আচরণবিধিমালা প্রণয়ন। প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ এবং তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা।

১৫.২ প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে এবং অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

১৫.৩ সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এর কাছে পৌছানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের জন্য ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।

১৫.৪ অধস্তন আদালতে কর্মরত বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা। তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতি ৩ মাস পর পর সিদ্ধান্ত প্রদান। তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ জানানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সকল অভিযোগ পর্যালোচনা করা এবং অভিযুক্ত কর্মকতা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

১৫.৫ অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি জজশীপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা এবং ই-মেইলের মাধ্যমে দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি যেন তাঁর অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য জনসাধারণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস (যা প্রতিটি জজশীপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য আলাদা হবে) প্রদান করা।

১৫.৬ আইনজীবীগণের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় পৃথক পৃথক অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা।

১৫.৭ বিচারাঙ্গণে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু করা।

১৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

১৬.১ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বিধান সম্বলিত একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সন্নিবেশিত করে আইনের একটি খসড়া সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৬.২ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবাসমূহের পরিধি বৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মিমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের লক্ষ্যে সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তরকরণ।

১৭. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৭.১ মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation) ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation) এর ক্ষেত্রে পরিচালনার কার্যপ্রণালীসহ অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয় নির্ধারণের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা। মধ্যস্থতাকারীদের ফি পরিশোধের বিধান ও নিয়মাবলি সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১৭.২ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অবিলম্বে বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রস্তাবিত সালিস আইনের সংশোধনীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৩ সালিসের মূল ধারণা, তথা সালিস আইন ২০০১ এর সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও বিধানগুলোকে (যেমন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩-এর ৪০ ধারা, গ্যাস আইন, ২০১০ ও বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১-এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সগুলোর বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান) সংশোধন করা যাতে বাণিজ্যিক সালিসের সুযোগ সংকুচিত না হয়। সালিস আইন ২০০১ -এর অধীনে পরিচালিত সালিসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন করা ।

১৭.৪ এডিআর বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৮. মামলাজট হ্রাস

১৮.১ অধিক সংখ্যক ফৌজদারি আপীল, ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি আপীল ও দেওয়ানি রিভিশন নিষ্পন্নাধীন আছে এরূপ জেলাসমূহে অবসর প্রাপ্ত সৎ, দক্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জেলা জজগণকে ২/৩ বছরের মেয়াদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা।

১৮.২ বিচার শুরু হয়ে গেছে অথচ দীর্ঘদিন সাক্ষী আসছে না বিধায় অনিষ্পন্ন আছে এরূপ মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ও ২৬৫জ ধারা আইন অনুসারে সাক্ষ্য কার্যক্রম বন্ধ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৮.৩ পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ত্বরিত ও দক্ষ সেবা পাওয়ার জন্য পিপি/জিপি-গণের জন্য সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল এর সমমর্যাদার আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তার (এডিশনাল পিপি/জিপি ইত্যাদি) জন্য যুক্তিসঙ্গত হারে পারিশ্রমিক এর ব্যবস্থা করা। ভাড়ার ভিত্তিতে তাদের জন্য ভৌত অবকাঠামো, বিশেষত অফিসের ব্যবস্থা করা।

১৮.৪ সংশ্লিষ্ট আদালতের বাইরে অবস্থানরত সাক্ষীদের ই-টেকনোলজির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ রাখা। এ বিষয়ে সাক্ষ্য আইন ও সুপ্রীম কোর্টের ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৪৯০এ, এর মাধ্যমে প্রকাশিত প্র্যাকটিস ডাইরেকশন প্রতিপালন করা।

১৯. গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ। গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মান রক্ষার জন্য করণীয় নির্ধারণ। গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা। গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক

তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এর সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা।

২০. মোবাইল কোর্ট

আপীল বিভাগের বিচারাধীন মামলার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে মোবাইল কোর্টের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা সংশোধন করে শুধুমাত্র জরিমানা প্রদানের বিধান করা এবং বিভিন্ন আইনে বর্ণিত ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

২১. আইনের সংস্কার

২১.১ ফৌজদারি আইনে বিদ্যমান জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ। জুডিসিয়াল ম্যজিস্ট্রেটদের শাস্তি প্রদান ও জরিমানা করার এখতিয়ার বৃদ্ধিকরণ।

২১.২ বাদীর আরজি ও বিবাদীর জবাবের বক্তব্য এফিডেভিট এর মাধ্যমে প্রদানের বিধান করার উদ্দেশ্যে আইন সংশোধন। দেওয়ানি মামলার বিচারপূর্ব এবং বিচার শুরুর পরবর্তী স্তরগুলির বিধানসমূহ যথাযথ সংশোধন।

২১.৩ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি, আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ, সাক্ষী ও ভিকটিমের সুরক্ষা, দন্ড শুনানি, সাজা প্রদানের নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন।

২২. বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ

বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষনের জন্য একটি জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা। আঞ্চলিক পর্যায়ে জুডিসিয়াল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন। বিচারকগণের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ।

বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন কোর্স চালু করা। বিদেশের জুডিসিয়াল একাডেমিগুলোতে বিচারকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি জুডিসিয়াল রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিবেচনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীনে পৃথক 'পলিসি রিসার্চ ও রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা।

২৩. আইন পেশার সংস্কার

২৩.১ আইনজীবীদের সনদপ্রাপ্তির পরীক্ষার সিলেবাসে নতুন আইন সংযোজন। পেশাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন। পেশাগত বিধিমালা Canons of Professional Conduct and Etiquette কে যুগোপযোগী করা।

২৩.২ বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের সংজ্ঞা স্পষ্টীকরণ। ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঢাকায় স্থায়ীভাবে ৫ টি এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা। ট্রাইব্যুনালের গঠন সংশোধন করে সেখানে একজন বিচারক এবং দুইজন আইনজীবী সদস্য নিয়োগদান।

২৩.৩ আইনজীবীর ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি থাকা এবং এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবার ফি পরিশোধের পর মক্কেলকে একটি রসিদ প্রদানের বিধান করা।

২৩.৪ আইনজীবী সমিতিগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা যেন তারা রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

২৪. আইন শিক্ষার সংস্কার

২৪.১ আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র আইন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা। উক্ত বোর্ড কর্তৃক আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২৪.২ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালুকরণ। কোর্ট ভিজিট, মুটিং, ল' ক্লিনিকের পাশাপাশি গবেষণার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করে আইন শিক্ষার পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন। আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত করা, কিন্তু বাধ্য করা নয়।
২৪.৩ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে আইনকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

২৫. মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ

২৫.১ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ বিষয়ে একটি বাস্তবানুগ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিবিড় ও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৫.২ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারার অনুরূপ একটি বিধান উক্ত কার্যবিধির ২৩ অধ্যায়ে (দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার) সন্নিবেশ করা। ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারায় উল্লিখিত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করণ।
২৫.৩ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকলে (বিশেষতঃ এজাহারে অস্বাভাবিক সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম থাকলে), অপরাধ সংঘটনে কোনো আসামীর সুনির্দিষ্ট কোনো ভূমিকার উল্লেখ এজাহারে না থাকলে সেই আসামীকে গ্রেফতার করা হবে না এই মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুলিশের প্রতি নির্দেশনা জারি।
২৫.৪ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করা যায় এরূপ মামলায় কোনো আসামী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা ক্ষেত্রমত, কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর, আদালতে ওই আসামীর জামিনের বিরোধীতা করবে না এই মর্মে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাবলিক প্রসিকিউটরদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান।
২৫.৫ কোন আইনজীবী বিচারিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে (যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট কোন কার্যধারা গ্রহণ করলে বা জামিনের আবেদন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করলে আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়া বা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে পেশাগত আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে কার্যধারা সূচনা করা হবে এই মর্মে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিটি বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সকল আইনজীবীকে সতর্ককরণ।
২৫.৬ ইতোমধ্যে যে সব মামলা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ের হয়েছে এবং তদন্তাধীন আছে সেগুলোর তদন্ত যাতে দ্রুত সম্পন্ন করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয় বা চার্জশীটে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার (নট সেন্ট আপ) আবেদন করা হয়, সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান।
২৫.৭ উপরি-উল্লিখিত দফার কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতি বিভাগে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা যাতে কোনো প্রকৃত অপরাধী পুলিশের সাথে যোগ-সাজশের মাধ্যমে মামলা থেকে অব্যাহতি না পায়।

২৬. বিচারহীনতার সংস্কৃতি

রাষ্ট্রে এমন অনেক অপরাধ সংঘটিত হয় যার বিচার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই থাকে। এসব অপরাধের প্রতিকার বিধান না হওয়ায় অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে এবং আইন মানার প্রতি সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের কোন দায়িত্ববোধ জন্মে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ (১) (গ) ধারার অধীনে অপরাধ আমলে নেওয়ার সুবিধার্থে উক্ত বিধিতে প্রেসক্রাইবড ফরম সংযোজন।

২৭. বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণের উদ্দেশ্যে আদালত প্রাঙ্গনে আইনজীবী বা অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল কর্তৃক সব ধরনের সভা-সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং বিচারাঙ্গনে

আইনজীবীদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিরুৎসাহিতকরণ। বার সমিতি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করা।

২৮. সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন

অপরাধ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সামগ্রিক অধঃপতন। তাই অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনতে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পরিবার, স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নত নৈতিকতার চর্চা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।